ইন্টারনেটের দাম ও সেবা নিয়ে নৈরাজ্য

ভার্চুয়াল আকাশে বিদ্যুৎচমক

ইমদাদুল হক

স্থান, কাল আর প্রশাসনিক জটিলতার পাঠ চুকিয়ে আমরা আজ ই-বিশ্বের নাগরিক। বর্তমান প্রজন্মকে তাই বলা হচ্ছে ই-প্রজন্ম। ই-মেইল, ই-পোস্ট, ই-শপ, ই-বাণিজ্য, ই-কোষ, ই-শিক্ষা, ই-ডক্টর, ই-স্বাস্থ্য, ই-পেমেন্ট, ই-ব্যাংক, ই-পত্রিকা, ই-সেবা ইত্যাদি এখন নাগরিক জীবনে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ। গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদির বদৌলতে ইন্টারনেট এখন নাগরিক মৌলিক অধিকার হিসেবে পরিগণিত।

ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কমতে শুরু করেছে এক সময়ের ব্যাপক ব্যবহার হওয়া 'বেকারত্ব' শব্দের দীর্ঘশ্বাস। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ই-ল্যান্স, ফ্রিল্যান্সার বা ওডেস্ক শব্দগুলো এখন বেশ জনপ্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরুনোর আগেই এরা প্রবেশ করতে শুরু করেছেন বিশ্বকর্মীর দলে। ঘরে বসে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে আয় করছেন বৈদেশিক মুদ্রা। আর এ সবকিছুর পেছনে রয়েছে ইন্টারনেট। কিন্তু এ ইন্টারনেট নিয়ে প্রান্তিক ব্যবহারকারী পর্যায়ে রয়েছে নানা অভিযোগ। রাজধানীর বাইরে এর সহজলভ্যতা এবং গতি নিয়ে সন্তুষ্ট নন অনেকেই। তবে দেশজুড়ে ইন্টারনেট নিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে সবচেয়ে বড় অসন্তোষ। রয়েছে এর দাম নিয়ে। কেননা সরকারি পর্যায়ে দফায় দফায় দাম কমালেও ভোক্তা পর্যায়ে এর প্রভাব দৃশ্যমান নয় কারও কাছেই।

বঞ্চনার মধ্য দিয়েই যাত্রা শুরু

বাংলাদেশে ইন্টারনেট চালুর ১৭ বছর পরও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা। দেশের তথ্য পাচারের অজ্ঞতাসূচক ধারণার মধ্য দিয়ে ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হয় এ বঞ্চনার ইতিহাস। না চাইতেই সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগে যুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হই আমরা। ফলে ইন্টারনেট সংযোগে যুক্ত হতে অপেক্ষা করতে হয় আরও চার বছর। অবশেষে ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে প্রথম ভি-স্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়। তখন প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেটের জন্য ব্যয় হতো ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। কিন্তু সে সময় সরকারিভাবে বিটিসিএল কোনো ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করত না। বর্তমানে বিটিসিএল সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস দিয়েছে। এর বাইরে ম্যাঙ্গো টেলিকম ব্যান্ডউইডথ বিক্রি করছে।

পাইকারি পর্যায়ে দাম কমলেও কমে না গ্রাহক পর্যায়ে

চলতি বছরে সেলফোন ইন্টারনেট যাত্রার নবম বছরের পা দিয়েছি আমরা। ২০০৪ সালে গ্রামীণফোন 'পি-১' প্যাকেজের মাধ্যমে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা চালু করে। পর্যায়ক্রমে দেশের ছয়টি মোবাইল অপারেটর ইন্টারনেট সেবা দিতে শুরু করে। ২০০৪ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু এখন দেশে ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে চার কোটিতে। এই সাড়ে চার কোটি গ্রাহকের অর্ধেকই মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন।

পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, যাত্রালগ্নে ২০০৪ সালে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের দাম ছিল ৭২ হাজার টাকা। এর আগে ২০১২ সালের আগস্ট মাসে ১০ হাজার টাকা প্রতি এমবিপিএসের দাম নির্ধারিত হয় ৮ হাজার টাকা। এ ছাড়া ২০১১ সালের আগস্টে ১২ হাজার টাকা থেকে দাম ১০ হাজার টাকায় নির্ধারিত হয়। একই বছরের জানুয়ারি মাসে ১৮ হাজার টাকার ব্যান্ডউইডথের দাম নির্ধারিত হয় ১২ হাজার টাকা। ২০০৯ সালের জুলাইয়ে ব্যান্ডউইডথের দাম ২৭ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১৮ হাজার টাকা নির্ধারিত হয়। ২০০৮ সালে ব্যান্ডউইডথের দাম ৩০ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২৭ হাজার টাকা নির্ধারণ করে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সর্বশেষ চলতি বছরে ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়।

হিসাব অনুযায়ী, দেশে ইন্টারনেট যাত্রার নয় বছরে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ইন্টারনেটের দাম কমেছে ৮২ শতাংশ। কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে এ হার ৪২ শতাংশেরও কম। ওয়াইম্যাক্স অপারেটর কিউবি ও বাংলালায়ন এবং বিটিসিএল ছাড়া গ্রাহক পর্যায়ে আর কোনো ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানই ব্যান্ডউইডথ হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহারের দাম কমায়নি। এক্ষেত্রে নানা ধরনের প্যাকেজ আর অফারের পসরা সাজিয়ে কিংবা গতি বাড়ানোর মধ্যেই কার্যত গা-ছাড়াভাবে চলছে দেশের সেলফোন অপারেটরা। তারপরও দফায় দফায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানসহ (আইএসপি) অন্যান্য উচ্চ ব্যান্ডউইডথ গ্রাহকদের জন্য প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো হয়। এখন এ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ৮০০ টাকা।

ইন্টারনেট ব্যান্ডাউইডথের নতুন দাম প্রসঙ্গে বিটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসওএম কলিম উল্লাহ জানান, ব্যান্ডউইডথের দাম কমানোর ক্ষেত্রে মূল মাসিক খরচ ৪ হাজার ৮০০ টাকার ওপর সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ শতাংশ, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্র, সামরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৫ শতাংশ এবং সরকারি-আধাসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে ৫ শতাংশ হারে ছাড় দেয়ারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পাশাপাশি বিটিসিএলের অন্যান্য লিজড লাইন ও ইন্টারনেট সংযোগ খরচও পুনর্নির্ধারণ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেকোনো ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এডিএসএল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্যাকেজ অধিক সাশ্রয়ী। তারপরও যেহেতু ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো হয়েছে তাই আবার এই দাম কিছুটা ▸

নেট ইনডেক্সে বাংলাদেশ

ডাউনলোড স্পিডের দিক থেকে বিশ্বে ১৭৫তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। সর্বোচ্চ ডাউনলোড স্পিডের দেশ হংকং ৪৬.৪০ এমবিপিএস এবং সর্বনিম্ন ডাউনলোড স্পিডের দেশ মালাওয়ের ০.৯৬ এমবিপিএস। আর বাংলাদেশে ডাউনলোড স্পিড ১.৫৫ এমবিপিএস। এদিকে বাংলাদেশ আপলোড স্পিডের দিক থেকে বিশ্বে ৯১তম স্থানে রয়েছে। সর্বোচ্চ আপলোড স্পিডের দেশ লিথুয়ানিয়া ৩১.৯২ এমবিপিএস এবং সর্বনিম্ন আপলোড স্পিডের দেশ বেনিন ০.৪১ এমবিপিএস। আর বাংলাদেশে আপলোড স্পিড ২.২১ এমবিপিএস। নেট ইনডেক্স নামে একটি প্রতিষ্ঠানের চালানো জরিপ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

কমানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দফায় দফায় ব্যান্ডউইডথের দাম কমলেও গ্রাহক পর্যায়ে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। দাম না কমানোর বিষয়ে গণমাধ্যমকে খুব একটা আমলে নিচ্ছে না মোবাইল অপারেটরেরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়টি পাশ কাটিয়ে চলার নীতি অনুসরণ করছে এরা। খোঁড়া যুক্তি তুলে ধরে বলছে, ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সরবরাহ দিতে তাদের অনেক বেশি খরচ হয়। এজন্য মোবাইল ইন্টারেনেটের দাম কমানো যাচ্ছে না। এ সেবার দাম কমাতে হলে অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। এটা করতে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ লাগবে।

গ্রাহক আকর্ষণ করতে মূল্য সংবেদনশীলতার বিষয়ে সরকারের ৮২ শতাংশের বিপরীতে গ্রাহক পর্যায়ে ৪১ শতাংশ দাম কমিয়েছে ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে এক্ষেত্রে তাদের আনলিমিটেড প্যাকেজগুলো সীমিত করে 'ফেয়ার ইউজেস পলিসি' গ্রহণ করেছে। শুরুতে ৫১২ কেবিপিএস আনলিমিটেড সংযোগে গ্রাহকদের কাছ থেকে ২১৫০ টাকা নিলেও এখন এটি প্রচ্ছন্নভাবে সীমিত করে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২০১০ সালে বিটিসিএলের বিকিউব এডিএসএল ব্রডব্যান্ড সংযোগের ক্ষেত্রে ৫১২ কেবিপিএসের দাম ছিল ২০০০ টাকা। দাম ৪২ শতাংশ কমিয়ে এখন এই দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১১৫০ টাকা। তবে সম্প্রতি ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো হলেও গ্রাহক পর্যায়ে নতুন করে এখনও দাম কমানো হয়নি বলে জানিয়েছেন বাংলালায়নের জিএম ফারুক। তিনি বলেন, প্যাকেজের দাম শুধু ব্যান্ডউইডথের দামের ওপর নির্ভর করে না। এর পেছনে ট্রান্সমিশন কস্ট, বিদ্যুৎ বিল, ভিটিএস স্থাপন ইত্যাদি অনেক বিষয় জড়িত।

অপরদিকে একই হারে দাম কমানো কিউবির বর্তমান ৫১২ প্যাকেজের দাম ১২৫০ টাকা। ২০১২ সালে এই দাম ছিল ২১৫০ টাকা। দাম পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে কিউবির শামীমা আক্তার বলেন, দেশে ইন্টারনেট সেবা বাজারে কিন্তু মনোপলি কারবারের কোনো সুযোগ নেই। তীব্র প্রতিযোগিতা থাকার পরও সঙ্গতকারণেই কোনো সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানই কিন্তু ব্যান্ডউইডথের দাম কমাতে পারছে না। তারপরও আমরা টেলকো ইকোনমি থেকে ইন্টারনেট ইকোনমি প্রতিষ্ঠায় জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে ব্যান্ডউইডথের দাম কমলেও গ্রাহক পর্যায়ে দাম কমানোর খুব একটা সুযোগ নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অব বাংলাদেশের নবনির্বাচিত কমিটির পরিচালক সুমন আহমেদ সাবির। তিনি বলেন, ব্যান্ডউইডথের দাম যদি শূন্য হয়, তাহলেও প্রান্তিক পর্যায়ের দাম কমবে না।

নিজের মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, ২০০৬ সালে ব্রডব্যান্ডের ক্ষেত্রে ৩২ কেবিপিএস সংযোগের দাম ছিল ১০০০ টাকা। এখন ১ এমবিপিএসের দাম ৪,৫০০ টাকা। সেই হিসেবে ইতোমধ্যেই গ্রাহক পর্যায়ে ৩২ গুণ দাম কমিয়েছে। উপরন্তু সময়ের ব্যবধানে ১৫ শতাংশ থেকে ৮৫ শতাংশ বিদ্যুৎ, ভাড়া ও মেইনটেন্যান্স খরচ বেড়েছে। এর ওপর কভারেজ কম থাকায় ৩২ হাজার টাকার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপন করে সংযোগ দিয়ে ব্যবসায় নেই বললেই চলে।

অবশ্য সরকার যদি আগামী ৫ বছরের জন্য ট্যাক্স ফ্রি সুবিধা দেয়ার পাশাপাশি ফাইবার অপটিক স্থাপনে সহায়তা করে, তবে ব্রডব্যান্ড সংযোগ বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন সুমন আহমেদ সাবির।

এ বিষয়ে ভালো সেবা দেয়া মূল লক্ষ্য উল্লেখ করে ইন্টারনেট সেবাদাতাদের সংগঠন আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি মো: আক্তারুজ্জামান বলেন, আমাদের লক্ষ্য ভালো সেবা দেয়া। যত বেশি ভালো সেবা দেয়া সম্ভব, সেটাই আমরা চাই। তা ছাড়া সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও আছে। ব্যান্ডউইডথের পাশাপাশি ভ্যাটও কমাতে হবে। তিনি আরও বলেন, শুধু ব্যান্ডউইডথের দাম কমানোর বিষয়টিই মূল নয়, পাশাপাশি অন্য বিষয়গুলো মাথায় রাখলে গ্রাহকদের উন্নত সেবা দিতে আমাদের সমস্যা থাকার কথা নয়।

দাম না কমাতে একাট্টা সেলফোন অপারেটরেরা

যদিও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের দাম কমানোর সাথে ভোক্তাদের সেবা ব্যয় কমিয়ে আনা হচ্ছে। তারপরও মোবাইল ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে হিসাবটা একেবারেই ভিন্ন। ২০০৪ সাল থেকে সেলফোনে প্রথম ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন। ২০০৬ সালে ১ হাজার টাকার আনলিমিটেড ব্যান্ডউইডথ সংযোগে এখন ৮৫৪ টাকায় কমিয়ে আনা হলেও তা ৫ জিবিতে কমিয়ে আনা হয়েছে। আর এর গতি নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। সবচেয়ে বেশি গ্রাহক হলেও ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৩৬ কেবিপিএস পর্যন্ত সেবা পেয়ে থাকেন জিপি মডেম ব্যবহারকারীরা।

এ বিষয়ে গ্রামীণফোন হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশন তাহমিদ আজিজুল হক প্রথমে নিজেকে এ বিষয়ে বক্তব্য দেয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তি নন বলে দাবি করেন। এ সময় তিনি এ বিষয়ে মোবাইল ফোন অপারেটরদের সংগঠন অ্যামটবের মুখপাত্র নূরুল কবিরের সাথে যোগোযোগ করার পরামর্শ দেন। তবে কয়েক দফা ফোন দেয়ার পর আলাপকালে তাহমিদ আজিজুল হক বলেন, ভয়েস নেটওয়ার্কের চেয়ে ডাটা নেটওয়ার্কে ব্যবহার কম। গ্রাহকেরা সবসময়ই চান দাম আরও কমাতে পারলে ভালো হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যান্ডউইডথের দাম কমানোর পর এখনও আমরা আমাদের দাম সংশোধন করিনি। কবে নাগাদ করা হবে তাও বলতে পারছি না।

সেলফোন অপারেটরদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা সিটিসেল এ সেবা চালু করে ২০০৭ সালের ৩০ জানুয়ারি। তখন ২৩৬ কেবিপিএস সংযোগের ৬ জিবির ইন্টারনেট প্যাকেজ ব্যবহারে গ্রাহককে ব্যয় করতে হতো ৭০০০ টাকা। ২০০৫ সালে জুম আল্ট্রা প্যাকেজ দিয়ে ৫ জিবি সংযোগের দাম নির্ধারণ করা হয় ৩৫০০ টাকা। এখনও এ দামই বর্তমান রয়েছে। এ বিষয়ে সিটিসেলের হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড পিআর তাসলিম আহমেদ জানান, গত কয়েক বছরে যেভাবে ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো হয়েছে, তা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ সেবা চালুর প্রথম দিকে প্যাকেজের যে দাম ছিল, তা এখন অনেকটাই কমে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে দাম না কমানো হলেও ইন্টারনেটের গতি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরনের অফার গ্রহণের সুযোগও রাখা হয়েছে গ্রাহকের জন্য। সব মিলিয়ে এ খাতে ব্যয়ের বিষয়গুলোকে সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রাহকের সেবা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট সিটিসেল।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা খুব শিগগিরই একটি মিনি প্যাক ছাড়ার কথা ভাবছি। এতে গ্রাহকেরা অল্প দামে সীমিত আকারে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। এটা সেলফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম হবে।

প্রথমে ১ হাজার টাকা দিয়ে ইন্টারনেট সেবা শুরু করা সেলফোন অপারেটর রবি এক পর্যায়ে মাসে ৭৫০ টাকায় আনলিমিটেড ব্যবহারের একটি প্যাকেজ ছাড়ে। বর্তমানে এ প্যাকেজ ৫ জিবিতে সীমিত করে ৬৫০ টাকা করা হয়েছে। এ বিষয়ে রবির এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদুর রহমান বলেন, সেলফোন অপারেটর হিসেবে তরঙ্গ বরাদ্দ ফি, সরকারকে দেয়া রাজস্বসহ আরও বিভিন্ন ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা নিশ্চিত করতে হয়। এজন্য ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো হলেও অন্যান্য ব্যয়ের সাথে সমন্বয় করেই ইন্টারনেট সেবার দাম নির্ধারণ করতে হচ্ছে।

একই অবস্থা বাংলালিংক ইন্টারনেট সংযোগের। সর্বোচ্চ ২৩৬ কেবিপিএস সংযোগের দাম ৬৫০ টাকা। তবে এই ▸

প্যাকেজটি আনলিমিটেড। ব্যান্ডউইডথের দাম না কমানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও বিপণন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক শেহজাদ শাহরিয়ারের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। কয়েক দফা তার সাথে যোগাযোগ করা হলেও তিনি পরে জানাবেন বলে প্রতিবারই বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

এয়ারটেলের ইন্টারনেট ট্যারিফ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২৩৬ কেবিপিএস সংযোগের দাম ৫ জিবি ৬৫০ টাকা। ব্যান্ডউইডথের দাম না কমানো এবং আগামীতে কমানের পরিকল্পনা আছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে লিখিত প্রশ্ন পাঠানোর পরামর্শ দেন বাংলালিংকের ফারাহ শারমীন।

অপরদিকে টেলিটক থ্রিজি ৫১২ কেবিপিএসের দাম ১৫০০ টাকা এবং টুজির দাম ৬০০ টাকা। এ বিষয়ে টেলিটকের পরিচালক মজিবুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তিনি সাড়া দেননি।

ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে সিটিসেল ও টেলিটক ছাড়া কোনো অপারেটরের প্যাকেজেই গতির বিষয়টি উল্লেখ নেই। ফলে আপলোড বা ডাউনলোডের গতি সম্বন্ধে কোনো ধরনের ধারণা পাওয়া যায় না। আগে থেকে ব্যবহার করছেন, এমন কারও কাছ থেকে জেনে নিয়ে অথবা নিজে ব্যবহার করে এসব অপারেটরের ইন্টারনেট সেবার গতি ও মানের বিষয়ে ধারণা পেতে হয়। খাতসংশ্লিষ্ট সূত্রে মতে, সেলফোন অপারেটরদের দেয়া ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে ডাটা লস ছাড়াও বেশ কিছু অপ্রকাশ্য ব্যয় রয়েছে। এটা গ্রাহকের কাছ থেকেই আদায় করা হয়।

ইন্টারনেটের দাম সহনীয় মাত্রায় আনতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কয়েক মাস আগে নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া শুরু করলেও সাত মাস ধরে থেমে আছে। দফায় দফায় ব্যান্ডউইডথের দাম কমানো হলেও সেলফোন অপারেটরদের ইন্টারনেট সেবার দাম সে অনুযায়ী কেন কমানো হয়নি স্বীকার করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসির চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস বলেন, এর কারণ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। একই সাথে নির্দেশনা জারির প্রক্রিয়া থেমে যাওয়ার কারণও অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তবে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাব এবং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বেচ্ছাতারিতার কারণেই তৃণমূল গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ইন্টারনেট গ্রাহক ও বাজার বিশ্লেষকেরা। ইন্টারনেটে আয় করা ফ্রিল্যান্সার জাহিদ জীবন বলেন, ইন্টারনেট ব্যবহারের দাম ৫-৬ বছর আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে। আগে পার কিলোবাইট দুই পয়সা ছিল, এখনও তাই। ১ জিবি ৩৫০ টাকা ছিল, এখনও তাই আছে। তিনি বলেন, কিছু কিছু প্যাকেজের দাম কমেছে, কিন্তু তা আশানুরূপ নয়। অতীতের কথা বাদ দিলাম। তখন ব্যান্ডউইডথের দাম অনেক বেশি ছিল। কিন্তু এখন তো আগের অবস্থা নেই। সরকার দফায় দফায় ব্যান্ডউইডথের দাম কমিয়ে এনেছে। তারপরও আমরা ভোক্তারা এর সুফল ভোগ করতে পারছি না।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সংজ্ঞায় ১ এমবিপিএস গতি ছাড়া 'ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট' বলা যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল বিটিআরসি। সরকারের পক্ষ থেকে গত এপ্রিল মাসে এ ঘোষণা দেয়া হলেও আজও তা কার্যকর হয়নি। বরং উল্টো রথে হাঁটতে দেখা গেছে খোদ নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে। ইন্টারনেটের ন্যায্য দাম না পেয়ে যখন গ্রাহকেরা ক্ষুব্ধ, ঠিক তখনই 'অবৈধ ভিওআইপি' ঠেকাতে ৭৫ শতাংশ আপলোড গতি কমিয়ে দেয় বিটিআরসি। গত ১৭ থেকে ১৯ মে পর্যন্ত এমন অযাচিত বিড়ম্বনার মুখোমুখি হন বাংলাদেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা। বিষয়টির জন্য বিটিআরসি চেয়ারম্যান দুঃখপ্রকাশ করলেও জানা গেছে বছরে অন্তত দুইবার এমন পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে। তবে তা হবে কিছু সময়ের জন্য। কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে ইন্টারনেট সংযোগের গতি নিয়ে ভোগান্তির কথা জানিয়েছেন অনেক গ্রাহক।

এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই সেলফোন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ট্যারিফ প্ল্যান এবং বিলিং পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ জানিয়ে আসছেন। মিনি প্যাকেজ না থাকায় বাধ্য হয়েই চড়া দামে সেলফোন ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে হঠাৎ করেই সংযোগ কেটে যাওয়া, আপলোড ও ডাউনলোড গতির অস্বাভাবিক ওঠানামা, প্রি-পেইড সংযোগে অপ্রদর্শিত চোরাই বিল ইত্যাদি নানা অভিযোগ রয়েছে গ্রাহকদের। গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনায় এমন নৈরাজ্যকর পরিবেশকে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবেই বিবেচনা করছেন বিশিষ্টজনেরা।

বক্তব্যে বন্দী মৌলিক অধিকার

প্রসারণ হারের দিক দিয়ে এগিয়ে গেলেও ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে খুব একটা সুখকর অবস্থায় নেই দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা। ঢাকার বাইরে যেমন এর বিস্তৃতি খুব একটা এগোয়নি, একইভাবে ব্যান্ডউইডথের দাম নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে তাদের মধ্যে। অথচ গ্লোবাল আইনেট সম্মেলন থেকে ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করার দাবি উঠেছে। ইন্টারনেট সোসাইটির ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত বছর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় চার দিনের 'গ্লোবাল আইনেট' আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে এমন দাবি তোলা হয়। এ সম্মেলন থেকে ইন্টারনেটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞেরা গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্য দেশগুলো এ সম্মেলনে অংশ নেয়। বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন ওই সম্মেলনে। ১৯৯২ সালে ইন্টারনেট সোসাইটি তাদের যাত্রা শুরু করে। ইন্টারনেট সোসাইটির এবারের সম্মেলনে মূল বার্তা ছিল 'সবার জন্য ইন্টারনেট'। এ প্রতিপাদ্যে সহমত ব্যক্ত করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি থাকার সময় ইন্টারনেট প্রটোকলের ষষ্ঠ সংস্করণের (আইপিভি৬) নেতাদের সাথে বৈঠক করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। সে সময় তিনি বলেছিলেন, বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারকে মৌলিক অধিকারের আওতায় আনতে সংবিধানে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতোই ইন্টারনেট এখন মানুষের অধিকার হয়ে উঠেছে। একই কারণে বিনামূল্যে ব্যান্ডউইডথ কানেকশন দেয়া এবং মডেম আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়ার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করা হয়। ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধকল্পে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকার অনুরোধ করার বিষয়েও কথা বলেন তিনি।

প্রথম কথাটি বাস্তবায়িত না হলেও শেষ কথাটি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে ▸

অভিনব প্রতিবাদ

ভোক্তা পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম কমানোর বিষয়ে সরকার কিংবা নিয়ন্ত্রক সংস্থা কেউই খুব একটা সোচ্চার নয়। ফলে গত ১ এপ্রিল থেকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের নতুন দাম কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও গ্রাহক পর্যায়ে ব্যান্ডউডইথের দাম কমানোর বিষয়ে কার্যত আগ্রহ দেখায়নি কেউই। এক্ষেত্রে বিগত সময়ে ইন্টারনেটের দাম না কমানোর বিষয়ে বরাবরই সবচেয়ে অনড় দেখা গেছে মোবাইল অপারেটরদের। কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে এই দাম কমানোর সুবিধা না পেয়ে ক্ষুব্ধ ইন্টরনেট ব্যবহারকারীরা। বিভিন্ন সময়ে মানববন্ধন এবং সর্বশেষ গত ২৭ জানুয়ারি দেশজুড়ে পালিত হয় 'মিসড কল প্রতিবাদ'। ওই দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় একে অপরের সেলফোনে 'মিসড কল' দিয়ে মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেটের দাম কমানোর দাবি জানায় 'মিসড কল আমার প্রতিবাদের হাতিয়ার' নামে একটি ফেসবুক গ্রুপ। কিন্তু তারপরও নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে আবারও নতুন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে দুর্যোধন ও সিডাকসিন হিপনোটিজম নেতৃত্বাধীন এ গ্রুপটি।

দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি। দেশের ভার্চুয়াল জগতে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে 'কনটেন্ট ফিল্টারিং' বা 'প্রযুক্তি ছাঁকনি' ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়েগুলোতে (আইআইজি) স্থাপন করা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণমূলক প্রযুক্তি 'কনটেন্ট ফিল্টারিং' বা 'প্রযুক্তি ছাঁকনি'। বিদ্যমান ২৯টি ইন্টারনেট গেটওয়েতে এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংযোজনের পর ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে এর দাম নিয়ন্ত্রণ থাকছে বিটিআরসির প্রধান কার্যালয়ে। সেখান থেকেই এই প্রযুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়, সমাজ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোতে জড়িত ওয়েবসাইটগুলো থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন বিষয় শনাক্ত করে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। ২৪ ঘণ্টা নজরদারিতে সলিউশনস প্রোভাইডারকেও সার্বক্ষণিক সহায়তা দিতে হবে।

কিন্তু এর সঠিক ব্যবহারের পাশাপাশি বিপুল অর্থ ব্যয় করে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কেননা প্রযুক্তিবোদ্ধাদের মতে, এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ সফটওয়্যার বা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে যে কারও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে সহজেই প্রবেশ করা যাবে এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। তাই এই প্রযুক্তি ছাঁকনিকে ব্যক্তি ও ইন্টারনেট স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন। বিষয়টিকে রাজনৈতিক উদ্বেগের নতুন মাত্রা বলে মনে করছেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরারা।

এ বিষয়ে ফাইবার অ্যাট হোমের চিফ স্ট্র্যাটেজিক অফিসার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সুমন আহমেদ সাবির বলেন, এটি একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়। তবে এককথায় এটি ইন্টারনেট স্বাধীনাতার ওপর হস্তক্ষেপ।

তিনি আরও বলেন, এই প্রযুক্তি ছাঁকনি স্থাপনের ফলে আগামীতে আরও কিছু জটিলতা তৈরি হবে। কেননা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে ভালো-মন্দ দুই-ই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এটা নির্ভর করবে এ কাজে সংশ্লিষ্টদের ওপর। তাছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লঙ্ঘনের পাশাপাশি এর মাধ্যমে অনলাইন লেনদেনের বিষয়টিও ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

একইভাবে এ নিয়ন্ত্রণ বা ফিল্টারিংয়ের বিরোধিতা করেছেন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ জাকারিয়া স্বপন। তার ভাষায়, এটা সরাসরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ। তিনি বলেন, একের পর এক এ নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর আগে টেলিফোনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একই ব্যবস্থার শিকার হতে যাচ্ছে।

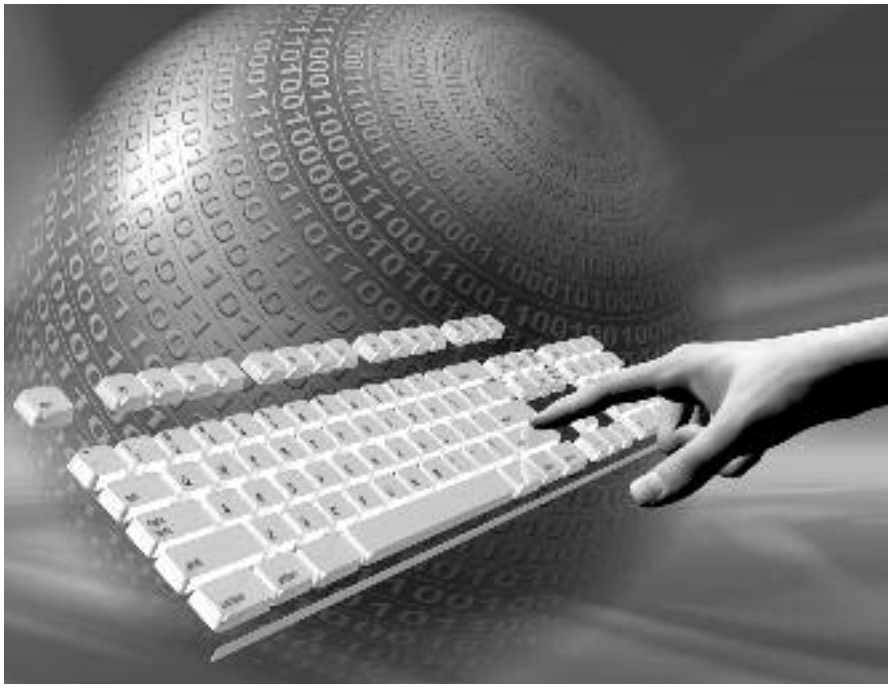

তিনি আরও বলেন, সরকার আপত্তিকর বলতে কী বোঝাচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। এ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিকসহ নানা ধরনের হয়রানির কাজে ব্যবহার হতে পারে। কারণ যা সরকার বা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ পছন্দ করবে না, তাই তাদের কাছে আপত্তিকর মনে হবে। তাহলে তো আর নাগরিকেরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবেন না। আর মনে রাখতে হবে, সরকার বিরোধিতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহ এক নয়।

জাকারিয়া স্বপন জানান, চীন, উত্তর কোরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সেসব দেশসহ সারা পৃথিবীতে নিন্দিত। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে বাংলাদেশ সেসব দেশের তালিকায় নাম লেখাবে, তা ভাবা যায় না। তিনি বলেন, আইনগতভাবে কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যায়। যাকে বলে 'ল-ফুল ইন্টারসেপশন'। সারা পৃথিবীতেই সে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত গোপন তথ্য ও ব্যক্তিগত মতামত ফিল্টার করা বা তা দেখার ব্যবস্থা করা আইনসম্মত নয়।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের যুবসমাজ ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবছর শত শত ডলার আয় করছে, অথচ বাংলাদেশে ব্যান্ডউইডথের দাম বেশি থাকায় হাজার হাজার মেধাবী তরুণ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একই সাথে প্রচলিত আইনের আওতায় সাইবার ক্রাইমের বিচার না করে খোদ অনলাইনেরই টুঁটি চেপে ধরার আয়োজন চলছে। কারিগরি সক্ষমতা না বাড়িয়ে ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে 'অবৈধ ভিওআইপি' ঠেকানোর হাস্যকর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্নের মুখে পড়েছে গত চার বছর ধরে ইন্টারনেট সচেতনতা গড়ে তোলার নানা উদ্যোগ এবং সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রত্যয় কজ

ফিডব্যাক : netdut@gmail.com